ফেব্রুয়ারী ১০, ২০২০ইং

সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় প্রধান, প্রধান কার্যালয়।
সকল প্রকল্প পরিচালক/ বিভাগীয় প্রধান (উ:)।
সকল জোন প্রধান
সার্ভিসিং সেল/সেন্টারে কর্মরত সকল
অবলিখন কর্মকর্তা/সহকারী।

অফিস সার্কুলার ঃ ১৭-২০২০ ইং

বিষয়ঃ অফিস প্রজ্ঞাপন নং ১০-২০২০, তারিখ ২৩-০১-২০২০ বাতিল ও কল্যাণ বীমা (দুই কিস্তি ডিপোজিট পেনশন স্কিম) পরিকল্পের সর্বোচ্চ মাসিক কিস্তির সীমা নির্ধারণ।

কোম্পানীর বৃহত্তর স্বার্থে অফিস প্রজ্ঞাপন নং ১০-২০২০, তারিখ ২৩-০১-২০২০ বাতিল করা হল যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কল্যাণ বীমা (দুই কিস্তি ডিপোজিট পেনশন স্কিম) পরিকল্পের প্রিমিয়াম প্রদান পদ্ধতি মাসিক হলেও রিইনসিওরেন্স চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানীকে এই পরিকল্প সহ অন্যান্য সকল পরিকল্পের ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম প্রদান পদ্ধতি নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র বার্ষিক পদ্ধতিতে রিইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়।

কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, ১৩নং পরিকল্পের ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক পলিসি একটি/দুটি কিস্তি দেয়ার পরই তামাদি হয়ে যায়। **অথচ কোম্পানীকে পুরো এক বছরের রিইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম বছরের শুরুতেই একবারেই দিতে হয়।** এতে করে কোম্পানী বিশাল অংকের আর্থিক ক্ষতির স্বীকার হয়ে চলছে।

এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তির জীবনে ১৩ নং পরিকল্পের (এক বা একাধিক পলিসির সমন্বয়ে) ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বীমা ঝুকি অংকের পরিমান ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা নির্ধারণ করা হল। তবে ব্যবসায়ের স্বার্থে এক জীবনের জন্য মাসিক কিস্তির সর্বোচ্চ পরিমান ১০,০০০/-(দশ) হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে **২০,০০০ (কুড়ি হাজার)** টাকা করা হলো (এক বা একাধিক পলিসির সমন্বয়ে)। সেক্ষেত্রে বীমা গ্রাহককে এক সাথে তিনটি মাসিক কিস্তির টাকা একবারে জমা করতে হবে। এক্ষেত্রে বীমার মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১২ (বার) বছর। আর এক সাথে তিনটি কিস্তির টাকা জমা না করা হলে গ্রাহকের মোট বীমা ঝুঁকির পরিমান হবে **সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা** (এক বা একাধিক পলিসি সমন্বয়ে)।

কোম্পানীর ব্যবসায়ের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলকে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারী,২০২০ পর্যন্ত বর্তমান নিয়মে সর্বোচ্চ মাসিক কিস্তির পরিমান **১০,০০০/-(দশ হাজার)** টাকা পলিসি করার জন্য পিআর ইস্যু করতে হবে এবং ঐ পিআর সমুহের ভিত্তিতে **১ মার্চ,২০২০ পর্যন্ত এফপিআর ইস্যু হবে।**

২রা মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে এই সার্কুলার কার্যকর হবে। অর্থাৎ ১৩ নং পরিকল্পের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ কিস্তির পরিমান হবে ২০,০০০/-(কুড়ি হাজার)। তবে এই পরিকল্পের জন্য (এক বা একাধিক পলিসির সমন্বয়ে) এক জীবনে বীমা ঝুঁকি অংকের পরিমান ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার উপরে হলে এক সাথে তিনটি মাসিক কিস্তির টাকা জমা করতে হবে। অন্যথায় বীমা ঝুঁকি অংক হবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা। অর্থাৎ ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা বীমা ঝুঁকি অংক পর্যন্ত একটি কিস্তি জমা দিয়েই পলিসি করা যাবে।

১০/০২/২০২০

কাজী আবুল মনজুর
এসইভিপি ও ইনচার্জ
প্রশাসন বিভাগ

ফেব্রুয়ারী ১০, ২০২০ইং

সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় প্রধান, প্রধান কার্যালয়।
সকল প্রকল্প পরিচালক/ বিভাগীয় প্রধান (উ:)।
সকল জোন প্রধান
সার্ভিসিং সেল/সেন্টারে কর্মরত সকল
অবলিখন কর্মকর্তা/সহকারী।

অফিস সার্কুলার ঃ ১৭-২০২০ ইং

বিষয়ঃ অফিস প্রজ্ঞাপন নং ১০-২০২০, তারিখ ২৩-০১-২০২০ বাতিল ও কল্যাণ বীমা (দুই কিস্তি ডিপোজিট পেনশন স্কিম) পরিকল্পের সর্বোচ্চ মাসিক কিস্তির সীমা নির্ধারণ।

কোম্পানীর বৃহত্তর স্বার্থে অফিস প্রজ্ঞাপন নং ১০-২০২০, তারিখ ২৩-০১-২০২০ বাতিল করা হল যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কল্যাণ বীমা (দুই কিস্তি ডিপোজিট পেনশন স্কিম) পরিকল্পের প্রিমিয়াম প্রদান পদ্ধতি মাসিক হলেও রিইনসিওরেন্স চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানীকে এই পরিকল্প সহ অন্যান্য সকল পরিকল্পের ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম প্রদান পদ্ধতি নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র বার্ষিক পদ্ধতিতে রিইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়।

কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, ১৩নং পরিকল্পের ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক পলিসি একটি/দুটি কিস্তি দেয়ার পরই তামাদি হয়ে যায়। **অথচ কোম্পানীকে পুরো এক বছরের রিইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম বছরের শুরুতেই একবারেই দিতে হয়।** এতে করে কোম্পানী বিশাল অংকের আর্থিক ক্ষতির স্বীকার হয়ে চলছে।

এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তির জীবনে ১৩ নং পরিকল্পের (এক বা একাধিক পলিসির সমন্বয়ে) ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বীমা ঝুকি অংকের পরিমান ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা নির্ধারণ করা হল। তবে ব্যবসায়ের স্বার্থে এক জীবনের জন্য মাসিক কিস্তির সর্বোচ্চ পরিমান ১০,০০০/-(দশ) হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০,০০০ **(কুড়ি হাজার)** টাকা করা হলো (এক বা একাধিক পলিসির সমন্বয়ে)। সেক্ষেত্রে বীমা গ্রাহককে এক সাথে তিনটি মাসিক কিস্তির টাকা একবারে জমা করতে হবে। এক্ষেত্রে বীমার মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১২ (বার) বছর। আর এক সাথে তিনটি কিস্তির টাকা জমা না করা হলে গ্রাহকের মোট বীমা ঝুঁকির পরিমান হবে **সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা** (এক বা একাধিক পলিসি সমন্বয়ে)।

কোম্পানীর ব্যবসায়ের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলকে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারী,২০২০ পর্যন্ত বর্তমান নিয়মে সর্বোচ্চ মাসিক কিস্তির পরিমান **১০,০০০/-(দশ হাজার)** টাকা পলিসি করার জন্য পিআর ইস্যু করতে হবে এবং ঐ পিআর সমুহের ভিত্তিতে **১ মার্চ,২০২০ পর্যন্ত এফপিআর ইস্যু হবে।**

২রা মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে এই সার্কুলার কার্যকর হবে। অর্থাৎ ১৩ নং পরিকল্পের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ কিস্তির পরিমান হবে **২০,০০০/-(কুড়ি হাজার)।** তবে এই পরিকল্পের জন্য (এক বা একাধিক পলিসির সমন্বয়ে) এক জীবনে বীমা ঝুকি অংকের পরিমান **৫ (পাঁচ)** লাখ টাকার উপরে হলে এক সাথে তিনটি মাসিক কিস্তির টাকা জমা করতে হবে। অন্যথায় বীমা ঝুঁকি অংক হবে সর্বোচ্চ **৫ (পাঁচ)** লাখ টাকা। অর্থাৎ ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা বীমা ঝুঁকি অংক পর্যন্ত একটি কিস্তি জমা দিয়েই পলিসি করা যাবে।

২০/০২/২০২০

কাজী আবুল মনজুর
এসইভিপি ও ইনচার্জ
প্রশাসন বিভাগ

অনুলিপিঃ

১. মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা- সদয় অবগতির জন্য।
২. উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও ।
৩. উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানি সচিব।
৪. মাষ্টার ফাইল ।